৩৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ .....

প্রলোভন প্রতারণা রং-বেরংয়ের নাম ও ইংরেজীপনার নামে

ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডার গার্টেন স্কুল-কলেজ সৃষ্টি ঃ কেতাদুরস্ত শিক্ষার আড়ালে রমরমা রূপালী ব্যবসা

ঝিনাইদহ থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ রং বেরংয়ের দেশী-বিদেশী নামে হরেক কিসিমের বিশাল বিশাল সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে অন্যান্য শহরের মতো ঝিনাইদহ শহর এবং বিভিন্ন থানায় ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডার গার্টেন স্কুল-কলেজের নামে এখন রমরমা ব্যবসা চললেও মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে এক ধরনের কসাইখানা খোলা হয়েছে বলে অহরহ অভিযোগ আসছে।

খোঁজ-খবর নিয়ে জনা গেছে, এসব কথিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে সরকারী নিয়ম-নীতির কোনো বালাই নেই। যে যার খুশী একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে বিশাল সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রং-বেরংয়ের প্রচারপত্র এবং মাইকে দিন-রাত ইংরেজীপনার মন ভোলানো প্রচারণা চালাচ্ছে। কাজেই কলেজ অথবা বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান করা হয়, তারা ক্যাডেট কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়েও মাইকিং করে থাকে। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে, কথিত এসব অনেক কিন্ডার গার্টেন স্কুলের যারা প্রিন্সিপাল নাম ধারণ করে বসে আছেন তাদের অনেকের এমএ পাস তো দূরের কথা বিএ পাস সার্টিফিকেটও নেই। আইএ অথবা এসএসসি পাস করেও এ সব ব্যক্তিরা অধ্যক্ষ সেজে এক ধরনের প্রতারণা করে রমরমা ব্যবসা করে সহজ-সরল অভিভাবকদের পকেট থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

কথিত বিভিন্ন ঐ সব কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা আরো ভয়াবহ। ২/৪ জন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশই বেকার যুবক। যারা আইএ অথবা বিএ পাস করেছে। আবার অনেকেই একাধিকবার ফেল করে প্রতি মাসে মাত্র ৫শ' টাকা হতে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে এখানে চাকরি করে। যাদের শিক্ষাদান করার মতো কোনো যোগ্যতাই নেই। এসব কথিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলের কোনো সরকারী বৈধতা না থাকায় গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলের নামে ভর্তি দেখিয়ে এসএসসি এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হয়। আবাসিক এবং অনাবাসিক এসব কিন্ডার গার্টেন স্কুলে মোটা অংকের টাকা, ফি ও গলাকাটা বেতন আদায় করা হয়।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহে একটি ক্যাডেট কলেজ থাকায় ঝিনাইদহ ছাড়াও বিভিন্ন জেলার অভিভাবকরা তাদের ছেলেদের এসব কিন্ডার গার্টেন স্কুলে মোটা অংকের টাকা দিয়ে ভর্তি করায় এ আশায় যে, তাদের ছেলেরা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ফলাফল শূন্য। শতাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে দু'একজন সুযোগ পেলেও অন্যদের অভিভাবকদের হা-হুতাশ করা ছাড়া কোনো পথ থাকে না।